প্রথম আলো

তারিখ 15 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পাই' দিবস পালন

গতকাল সোমবার ছিল আন্তর্জাতিক 'পাই' দিবস। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ দিনটি উদ্‌যাপন করে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিভাগের শিক্ষকেরাও অংশ নেন।

দিবস উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে একটি মানব বৃত্ত তৈরি করেন। এরপর 'পাই'-এর মান এবং এর গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরেন শিক্ষক মোহাম্মাদ আসাদ-উজ-জামান। পরে সবাইকে পাইয়ের মান মুখস্থ বলতে বলা হয়। শিক্ষক হাসিনা আখতার, 'পাই'-এর মান দশমিকের পর ৩০ ঘর পর্যন্ত বলতে পারেন। অবশ্য তাঁকে হারিয়ে দেন একজন ছাত্র, প্রিতম গোমেজ। তিনি দশমিকের পর ৩২ ঘর পর্যন্ত পাইয়ের মান বলেন।

পাই কী? বড় হোক, ছোট হোক, বৃত্তের ব্যাসের সঙ্গে পরিধির একটি স্থির সম্পর্ক আছে। কোনো বৃত্তের পরিধিকে ওর ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে সব সময় একটি স্থির সংখ্যা পাওয়া যায়, যাকে গ্রিক অক্ষর 'পাই' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। 'পাই'-এর মান ৩ দশমিক ১৪-এর কাছাকাছি। দশমিকের পর এর অঙ্কের সংখ্যা অসীম। সাধারণ ক্ষেত্রে 'পাই'-এর মান ৩ দশমিক ১৪ ধরা হয়। কিন্তু অনেক জটিল ক্ষেত্রে দশমিকের পর অনেক অঙ্ক নিতে হয়। সবচেয়ে বেশি অঙ্কের দরকার পড়ে নীহারিকার গতিপথ এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন বের করার ক্ষেত্রে (কসমোলজি)। সেখানেও দশমিকের পর চল্লিশটির বেশি অঙ্কের দরকার পড়ে না।

কিন্তু মানুষের অদম্য উৎসাহের কারণে 'পাই'-এর দশমিকের পর অন্তত দশ ট্রিলিয়ন অঙ্ক বের করা হয়েছে (এক ট্রিলিয়ন সমান এক হাজার বিলিয়ন। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় সাত বিলিয়ন)।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম দে ছাড়াও শিক্ষক মামুন মোল্লা, শাহাদত হোসেন, হাসিনা আক্তার, মোহাম্মাদ আসাদ-উজ-জামান, আতিয়া আফরোজ এবং আবু নাসের উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।